ব্রি ধান৯১

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৯১ উচ্চ ফলনশীল জলি আমন ধানের জাত অগভীর বন্যা প্রবণ (১ মিটার) নিচু এলাকায় চাষাবাদের উপযোগী। ব্রি ধান৯১ এর কৌলিক সারি নং BR10230-15-27-7B. তিলোক-কাচারি এবং ব্রি ধান৪১ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে এবং কৌলিক বাছাই (Pedigree Selection) পদ্ধতিতে ব্রি ধান৯১ উদ্ভাবিত হয়। ২০১৮ সালে দেশের বিভিন্ন অগভির বন্যা প্রবণ অঞ্চলে PVT পরীক্ষায় জাতটির ফলন সন্তোষজনক হওয়ায় অগভীর বন্যার পানিযুক্ত অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য ২০১৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণ করা হয়।

ব্রি ধান৯১

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এ জাতটি মধ্যম মাত্রার জলমগ্ন সহিষ্ণু।
- মধ্যম মাত্রার দীর্ঘায়ন (elongation) এবং হাঁটু (Kneeing) ক্ষমতা সমপন্ন।
- গাছের চারা লম্বা ও দ্রুত বর্ধনশীল।
- ধানের গাছ লম্বা কিন্ত কান্ডের গোড়া খুবই শক্ত বিধায় হেলে পড়া সহিষ্ণু।
- এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা, রং গাঢ় সবুজ এবং শিকড় সুপ্রসারিত।
- কান্ডের ভাসকুলার বান্ডুল ও বায়ূ-কুঠরীর আয়তন প্রচলিত জাতের চেয়ে প্রায় তিনগুন বড়।
- ধান পাকার পর কান্ড মজবুত ও সবুজ থাকে- কান্ডের কাটিং বোপন করে বংশবৃদ্ধি করা যায়।
- এ ধানের দানা মাঝারি মোটা আকৃতির রং হালকা বাদামী।
- শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা বেশী এবং শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না।
- চাল মাঝারি মোটা এবং ভাত সাদা ও ঝরঝরে।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৬.০ গ্রাম।
- জাতটি মাঝারি আলোক-সংবেদনশীল।

এ জাতের বিশেষ উপযোগিতা

হাওর অঞ্চলের অগভীর বন্য কবলিত এলাকার ৩-৪ ফিট পানি জমে যে সব জায়গায় জমি পতিত থাকে অথবা কম ফলনশীল স্থানীয় বোনা আমন ধানের চাষ হয়, সেখানে ব্রি ধান৯১ চাষ করা যাবে। বৃহত্তর কুমিল্লা, ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জ অঞ্চলের অগভীরের নীচু জলাবদ্ধতা জমি এ আধুনিক আমন ধানের জন্য উপযোগী। এই লম্বা জাতটি অগভীর বন্যা প্রবণ (১ মিটার) নিচু এলাকায় টিকে থাকার ক্ষমতা অনান্য স্থানীয় জলি আমন ধানর চেয়ে অনেক বেশী। ব্রি ধান৯১ স্থানীয় জলি আমন ধানের জাত এর চেয়ে ১০-১৫ দিন আগাম। এটি চাষাবাদের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের স্থানীয় বোনা আমন ধানের আবাদি ও অনাবাদি জমি-আধুনিক জাতের ধান আবাদের আওতায় আসবে ও কৃষকগন লাভবান হবেন।

জীবনকাল

জাতটির জীবন কাল ১৫২-১৫৬ দিন। গড় জীবনকাল ১৫৬ দিন।

ফলন

রোপা আমন মৌসুমে অগভীর পানিতে - হেক্টর প্রতি ৩.০-৩.৫ টন ফলন দেয়। বন্যার মাত্রা কম হলে, উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টর প্রতি ৩.৫ - ৪.০ টন ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

উচ্চ ফলনশীল জলি আমন ব্রি ধান৯১ এর চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য বোনা আমন ধানের মতই।

১. বীজ বপন ঃ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১লা মে থেকে জুনের প্রথম সপ্তাহ অর্থাৎ বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত। বন্যার পানি আসার পুর্বে বীজ তৈরীর মূল জমিতে বীজ বপন করতে হয়।

বীজ হার ঃ হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি।

- সরাসরি ছিটিয়ে - মূল জমিতে বীজ ছিটিয়ে বপন করে মই দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।
- সারি করে- জমিতে ২৫ সেমি দুরে দুরে সারিতে ২-৩ সেমি গভীর ফারো তৈরীর পর বীজ বপন করে বীজের মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

২. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ বিঘা প্রতি সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী আমন ধানের জাতের মতই।

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা (জিংক সালফেট)
২০	১৪	১০	৯	১.৫

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

চাষাবাদ পদ্ধতি

২.১ সর্বশেষ জমি চাষের সময় টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট ছিটিয়ে মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা-বীজ বপণের ২৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ৪৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৬৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বন্যার পানির গভীরতা ২৫-৩০ সেমি এর বেশী হলে ইউরিয়া প্রয়োগ করা যাবে না।

৩. **আগাছা দমন ঃ** বন্যার পানি আসার আগ পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। ভরা বর্ষায় বন্যার সময় জলজ আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

৪. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চারা অবস্থায় বৃষ্টি না হলে প্রয়োজন অনুসারে সেচ দিতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে।

৫. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৯১ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জলি আমন ধানের জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **ফসল পাকা ও কাটা ঃ** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে নভেম্বরের ২য় সাপ্তাহ।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd